The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-6 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century, 3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরীতে বাংলাদেশে কার্যরত ইসলামী ব্যাংকগুলোর ভূমিকা: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

[Application of Mudaraba mode by Islamic Banks in Bangladesh for Creating Entrepreneurs: A Theoretical Review]

Dr. Muhammad Abul Kalam Azad
Senior Principal Officer, Islami Bank Bangladesh PLC

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-6
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 04 March 2025
Received in revised: 24 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Mudaraba Mode, Islamic Banks, Entrepreneurs, Investment, Annual Report, Islamic Banks in Bangladesh.

ABSTRACT

Mudaraba is a form of Partnership business where the 'Shahib-al Maal' Provides specified amount of capital and the 'Mudarib' provides the entrepreneurship and management for carrying on the business with the objective of earnig profits. Both the parties share the profits as per pre agreed ratio and the losses, if any, are fully borne by the Sahib-al maal and the Mudarib loses his time and efforts he has invested and does not get any remuneration. Mudaraba is the most authentic and ideal PLS modes of Islamic banking operations. The objective of this research is to emphasize the Islamic Banks of Bangladesh for disbursing investment under the Mudaraba mode which ensure to resolve the unemployment problem of our country. In this research 10 years (2014-2023) deposit and investment data has been collected form annual report of the Islamic banks of Bangladesh & analized these information through data table and graph as required under quantitative approach. Through the analysis of 10 years deposit and mode wise investment data of the Islamic banks of Bangladesh it has been found that more than 90% deposit has been collected through Mudaraba mode. On the other hand about 1.00% investment has been made under the mode of Mudaraba which is a petty amount regarding the total investment volume of these banks. For mobilizing deposit Islamic banks applied Mudaraba mode succesfully. But for disbursing investment Mudaraba mode could not apply ignoring the shariah supervisory Board's opinion given in bank's annual report. Unemployment of generation is one of the burning issue of our country as well as the world. In the higher education level it must be studied to find out the ultimate way to solve this problem. Actually, Mudaraba mode can play a great role to minimize the gap between the capitalist and the poverty of our society by creating new entrepreneurs.

ভূমিকা

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা বিগত চার দশকে পরিচালনাগত সামর্থ্য ও সফলতা দেখাতে সক্ষম হয়েছে। মুদারাবা, মুশারাকা, বাই' মুরাবাহা, বাই' মুয়াজ্জাল, বাই' সালাম প্রভৃতি ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিগুলো ব্যবসায়িক মহল, ব্যাংকার ও গবেষকগণের নিকট পরিচিতি লাভ করেছে এবং তাদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনে সক্ষম হয়েছে। সমাজের সৎ, যোগ্য ও ব্যবসায় অভিজ্ঞ অথচ পুঁজি নেই এমন ব্যক্তিগণ মুদারাবা পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বেকারত্ব দূরীকরণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন। খাদিজা রা. এর মূলধন এবং মুহাম্মদ সা. এর ব্যবসায়িক শ্রম ও মেধার সমন্বয়ে একটি লাভজনক ব্যবসা পরিচালিত হয়েছিল, যা ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার মুদারাবা কারবারের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশে কার্যরত ইসলামী ব্যাংকগুলোর ১০ বছরের (২০১৪-২০২৩ খ্রী.) পদ্ধতি ভিত্তিক বিনিয়োগ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ব্যাংকগুলোর মোট বিনিয়োগের প্রায় শতকরা ৯৯ ভাগই করা হয়েছে বাই' মুরাবাহা, বাই' মুয়াজ্জাল, বাই' সালাম এবং HPSM (Hire Purchase Under Shirkatul Milk) পদ্ধতিতে। ইসলামী শরী'আহ অনুমোদিত এ পদ্ধতিগুলো গ্রাহকের দৃষ্টিতে প্রচলিত সুদী ব্যাংকের ঋণের সাথে অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বাহ্যত উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়না। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কল্যাণমুখী ব্যাংকব্যবস্থার বাস্তব প্রতিফলন এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত সুদি ব্যাংকের মধ্যে দৃশ্যত পার্থক্য সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার কাঙ্খিত মাকাসিদ (লক্ষ্য) অর্জনে মুদারাবা পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। এ রকম কোন বিনিয়োগ পদ্ধতি প্রচলিত সুদী ব্যাংকব্যবস্থায় নেই। অথচ ইসলামী ব্যাংকগুলো মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করেছে তাদের মোট বিনিয়োগের তুলনায় শতকরা ১ ভাগেরও কম। এমতাবস্থায় বাংলাদেশে কার্যরত ইসলামী ব্যাংকগুলোর মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

১. গবেষণা পদ্ধতি

মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরীতে বাংলাদেশে কার্যরত ইসলামী ব্যাংকগুলোর ভূমিকা: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা [Application of Mudaraba mode by Islamic banks in Bangladesh for creating entrepreneurs: A theoretical review] একটি তাত্ত্বিক নিবন্ধ। বাংলাদেশে কার্যরত ইসলামী ব্যাংকগুলোর বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্য Exel Sheet এর মাধ্যমে বিন্যস্ত করে তা বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলোচ্য নিবন্ধে বাংলাদেশে কার্যরত পূর্ণাঙ্গ আটটি ইসলামী ব্যাংকের[১] দশ বছরের (২০১৪-২০২৪) পদ্ধতি ভিত্তিক বিনিয়োগ বিশ্লেষণ পূর্বক মুদারাবা পদ্ধতিতে প্রদানকৃত বিনিয়োগ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২. মুদারাবা পদ্ধতির পরিচয়

আরবী দারবুন (ضرب) শব্দ থেকে মুদারাবা (مضاربة) শব্দটির উৎপত্তি।[২] ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য জমিনে পদচারণা করা, চলাফিরা করা, ভ্রমন করা, প্রহার বা আঘাত করা, আরোপিত বা পতিত হওয়া, দৃষ্টান্ত দেয়া বা উদাহরণ পেশ করা ইত্যাদি অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৩] হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবে একে মুদারাবা (مضاربة) এবং শাফে‘ঈ ও মালেকী মাযহাবে একে ক্বিরাদ (قِرَاضً) বলা হয়।[৪] ইরাকীদের নিকট ব্যবসার এ পদ্ধতিটি মুদারাবা (مضاربة) এবং হিজাজীদের নিকট ক্বিরাদ (قِرَاضً) নামে পরিচিত। মূলত মুদারাবা (مضاربة) ও ক্বিরাদ (قِرَاضً) একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৫]

ইসলামী শরী‘য়াতের পরিভাষায়, মুদারাবা (مضاربة) এমন এক ধরনের অংশীদারী কারবার যেখানে দুটি পক্ষ থাকে। একপক্ষ মূলধন সরবরাহ করেন এবং অপর পক্ষ দক্ষতা, মেধা, শ্রম ও সময় বিনিয়োজিত করে ব্যবসা পরিচালনা করেন। মূলধন সরবরাহকারী পক্ষকে বলা হয় সাহিবুল মাল (صاحب المال) আর ব্যবসা পরিচালনাকারী পক্ষকে বলা হয় মুদারিব (مضارب)। ব্যবসায় মুনাফা হলে চুক্তি মোতাবেক উভয় পক্ষের মধ্যে বণ্টন করা হয়। আর লোকসান হলে সাহিবুল মালকে তা একাই বহন করতে হয়। এক্ষেত্রে ব্যবসায় নিয়োজিত মেধা ও শ্রমের বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক না পাওয়াটাই মুদারিব এর লোকসান।[৬] তবে মুদারিবের কোন অবহেলা, ত্রুটি অথবা চুক্তির শর্ত ভঙ্গজনিত কারণে লোকসান হলে সে লোকসানের দায়িত্ব মুদারিবকেই বহন করতে হয়।

বিখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ Dr. M. Umar Chapra ‘মুদারাবা’ প্রসঙ্গে বলেন,

> *“Mudaraba as a form of Partnership where the Shahib-al Maal or the Rabb-ul Maal Provides specified amount of capital and acts like a sleeping or dormant partner and the Mudarib provides the entrepreneurship and management for carrying on any venture, trade, Industry or service with the objective of earnig profits. Both the parties share the profits as per pre-agreed ratio and the losses, if any, are fully or totally borne by the Sahib-al maal and the Mudarib loses his time and efforts he has invested and does not get any remuneration.”*[7]
>
> ‘মুদারাবা এমন এক ধরণের অংশীদারী কারবার যেখানে সাহিবুল মাল (Rabbul Mal) নির্দিষ্ট পরিমাণ পুঁজি সরবরাহ করেন এবং নিষ্ক্রিয় অংশীদার হিসেবে ভূমিকা রাখেন। মুদারিব উদ্যোক্তা হিসেবে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যবসা পরিচালনা করেন। পূর্বের চুক্তি অনুসারে উভয় পক্ষ মুনাফা বণ্টন করে নেয়। আর লোকসান হলে সাহিবুল মালকে একাই তা বহন করতে হয়। এক্ষেত্রে মুদারিব ব্যবসায় নিয়োজিত তার সময় ও শ্রমের কোন পারিশ্রমিক পান না।’

আমানত সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক মুদারিব এবং আমানতকারীগণ মূলধনের যোগানদাতা হিসেবে সাহিবুল মাল ভূমিকা পালন করেন। আবার বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক মূলধনের যোগানদাতা হিসেবে সাহিবুল মাল এবং স্বনিয়োজিত উদ্যোক্তা মুদারিব এর ভূমিকা পালন করেন। এজন্য মুদারাবাকে দ্বিস্তর বিশিষ্ট পদ্ধতি (Two Tier Mode) এবং ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থাকে দ্বিস্তর বিশিষ্ট মুদারাবা ব্যাংকও বলা হয়।[৮]

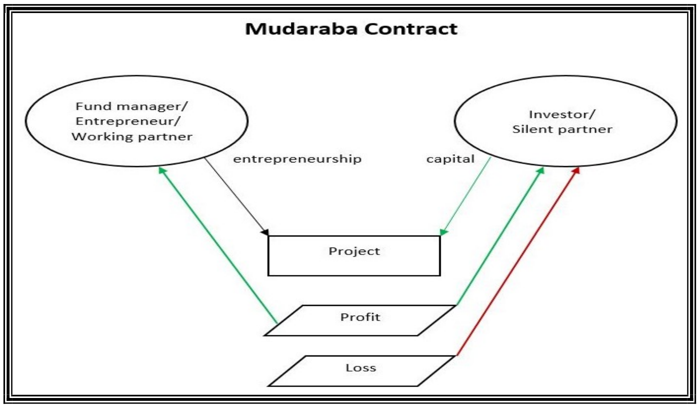

চিত্র ১: মুদারাবা কারবার পদ্ধতি

ব্যাংক মুদারিবের কারবারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ অথবা কারবার পরিচালনায় অংশ নিতে পারে না। তবে চুক্তির শর্তানুসারে ব্যাংকের বিনিয়োগ যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে তদারকি করতে পারে। মুদারিব কারবারে অর্জিত মুনাফার নির্ধারিত অংশের অতিরিক্ত কোন পারিশ্রমিক বা ভাতা নিতে পারেন না এবং নিজস্ব কোন খরচও কারবার থেকে বহন করতে পারেন না। তবে কারবারের সাথে সম্পৃক্ত স্বাভাবিক ও অপরিহার্য ব্যয় নিতে পারেন।[৯] মুদারাবা কারবারে একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কিংবা একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সাহিবুল মাল হিসাবে মূলধন যোগান দিতে পারেন এবং একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কিংবা একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মুদারিব হিসাবে কারবার পরিচালনা করতে পারেন।[১০]

৩. ইসলামী ব্যাংকগুলোর আমানত সংগ্রহে মুদারাবা পদ্ধতির প্রয়োগ

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলো মূলত আল-ওয়াদিয়াহ (الوادعة) এবং মুদারাবা (مضاربة) এ দুটি পদ্ধতিতে আমানত সংগ্রহ করে থাকে। বাংলাদেশে কার্যরত ৮টি ইসলামী ব্যাংকের পদ্ধতি ভিত্তিক আমানতের তথ্য নিম্নে দেয়া হলো:[১১]

(পরিমাণ মিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের নাম		আমানত গ্রহণের পদ্ধতি						
		আল-ওয়াদিয়াহ	শতকরা হার	মুদারাবা	শতকরা হার	অন্যান্য	শতকরা হার	মোট আমানত
১	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	১৯৭৬৪৭.৪২	১২.৮৮	১৩২৪২৬০.৩৫	৮৬.৩০	১২৬৫৮.২৩	০.৮২	১৫৩৪৫৬৬.০১
২	আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক	৭৯৭৪৭.৯৫	১৯.০০	৩৩৫৫৯৪.৬৯	৭৯.৯৭	৪৩০৩.০৭	১.০৩	৪১৯৬৪৫.৭১
৩	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক	৭০৮২৭.০৭	১৯.৮৫	২৭৫১০২.৩২	৭৭.০৯	১০৯২০.৬৫	৩.০৬	৩৫৬৮৫০.০৪
৪	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক	৬০০১২.৩৬	২৪.০৮	১৮৪৩৩১.৬২	৭৩.৯৬	৪৮৭৭.২২	১.৯৬	২৪৯২২১.২০
৫	এক্সিম ব্যাংক	৫৭৬৮৫.৬৮	১১.১৪	৪৫৫৯১৪.২০	৮৮.০৬	৪১৪২.৩৪	০.৮০	৫১৭৭৪২.২২
৬	আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক	৭১১.৬১	৫.৭৮	১১৪৮৫.৭০	৯৩.২৬	১১৮.৮০	০.৯৬	১২৩১৬.১২
৭	ফার্স্ট সিকিউরিটি	৪০২০৪.৫০	৮.৮৩	৪১১৫৮৭.৮৪	৯০.৪৩	৩৩৫৮.৮৩	০.৭৪	৪৫৫১৫১.১৭
৮	ইউনিয়ন ব্যাংক	৩৭১৭২.৯১	১৬.৪৮	১৮৭২৯৮.৮৫	৮৩.০৩	১১১৩.৬২	০.৪৯	২২৫৫৮৫.৩৭
৯	সর্বমোট ৯ = (১+৮)	৫৪৪০০৯.৫১	১৪.৪৩	৩১৮৫৫৭৫.৫৭	৮৪.৪৭	৪১৪৯২.৭৭	১.১০	৩৭৭১০৭৭.৮৫

ইসলামী ব্যাংকগুলোর আমানত বিশ্লেষণে দেখা যায়, মোট আমানতের পরিমাণ ৩৭৭১০৭৭.৮৫ মিলিয়ন টাকা। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ ৩১৮৫৫৭৫.৫৭ মিলিয়ন টাকা অর্থাৎ শতকরা ৮৪.৪৭ ভাগ আমানত মুদরাবা পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়েছে। এতে একটি আদর্শ পদ্ধতি হিসেবে ইসলামী ব্যাংকগুলো আমানত সংগ্রহের ক্ষেত্রে মুদারাবার যথার্থ প্রয়োগ করেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

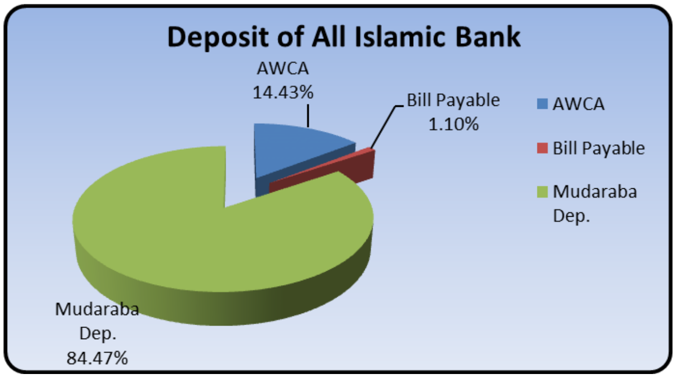

চিত্র-২: ইসলামী ব্যাংকগুলোর ৩১ ডিসেম্বর'২০২৩ স্থিতি ভিত্তিক আমানতের চিত্র

৪. বাংলাদেশে কার্যরত ইসলামী ব্যাংকগুলোর মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ পর্যালোচনা

ইসলামী ব্যাংকগুলোর দশ বছরের (২০১৪-২০২৩) পদ্ধতি ভিত্তিক বিনিয়োগ বিশ্লেষণে দেখা যায়, ব্যাংকগুলো গড়ে মোট ২৪১৪৩৩৩.৪১ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করেছে। তন্মধ্যে বাই' মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা হয়েছে সর্বাধিক ১০৮৮৮৪১.৮৩ মিলিয়ন টাকা, যা মোট বিনিয়োগের শতকরা ৪৭.৭৮ ভাগ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫৬৭৭৪১.৫২ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে বাই' মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে যা মোট বিনিয়োগের শতকরা ২১.৮৬ ভাগ। তাছাড়া ৪৮৭৬৮৭.৯৯ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে HPSM (Hire Purchase Under Shirkatul Milk) পদ্ধতিতে যা মোট বিনিয়োগের শতকরা ১৯.৮৩ ভাগ। আর আমানত সংগ্রহের ক্ষেত্রে সফলভাবে প্রয়োগ করা হলেও মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা হয়েছে ২১৬৮১.৮৬ মিলিয়ন টাকা যা ব্যাংকগুলোর মোট বিনিয়োগের শতকরা ০.৯৭ ভাগ।[১২]

আলোচিত আটটি ব্যাংকের মধ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির উল্লেখিত দশ বছরে মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগের পরিমাণ ৪৭২০.০৬ মিলিয়ন টাকা, যা ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগের শতকরা ০.৫৪ ভাগ। স্যোসাল ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ ৭০৫১.০৯ মিলিয়ন টাকা, যা ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগের শতকরা ২.৯০ ভাগ। এক্সিম ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ ৯২০১.২৮ মিলিয়ন টাকা, যা ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগের শতকরা ২.৮৪% ভাগ। আর ইউনিয়ন ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ ২০৯.৪৩ মিলিয়ন টাকা, যা ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগের শতকরা ০.১৭ ভাগ।[১৩]

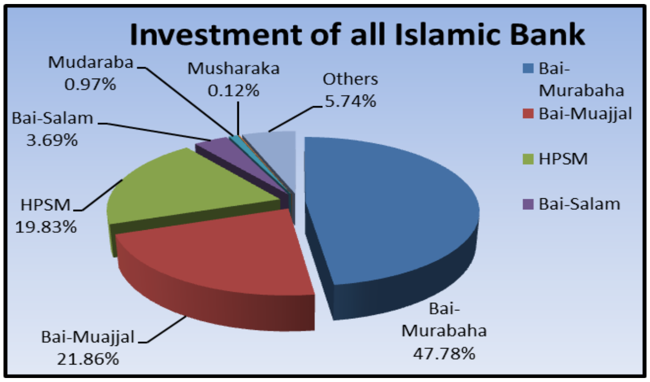

চিত্র-৩: বাংলাদেশে কার্যরত ইসলামী ব্যাংকগুলোর দশ বছরের পদ্ধতি ভিত্তিক বিনিয়োগের চিত্র

উল্লেখিত চারটি ব্যাংক মুদারাবা পদ্ধতিতে মোট বিনিয়োগ করেছে ২১১৮১.৮৬ মিলিয়ন টাকা। তন্মধ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির বিনিয়োগ ৪৭২০.০৬ মিলিয়ন টাকা, যা মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগকারী ব্যাংকগুলোর মধ্যে শতকরা ২২.২৮ ভাগ, স্যোসাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসির বিনিয়োগ ৭০৫১.০৯ মিলিয়ন টাকা (৩৩.২৯%), এক্সিম ব্যাংক পিএলসির বিনিয়োগ ৯২০১.২৮ মিলিয়ন টাকা (৪৩.৪৪%) এবং ইউনিয়ন ব্যাংক পিএলসির বিনিয়োগ ২০৯.৪৩ মিলিয়ন টাকা (০.৯৯%)।[১৪] আলোচ্য দশ বছরে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, শাহ জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক পিএলসি এবং ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি মুদারাবা পদ্ধতিতে কোন বিনিয়োগই করেনি।

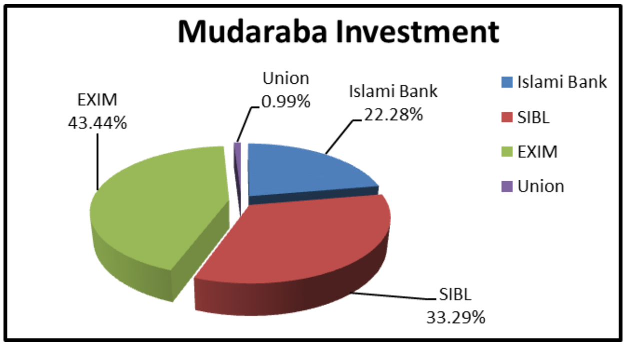

চিত্র-৪: ইসলামী ব্যাংকগুলোর মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগের চিত্র

৫. শরী‘আহ সুপারভাইজরী বোর্ডের অভিমত পর্যালোচনা

বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা, আমানতকারীদের মুনাফা প্রদান এবং সার্বিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে ইসলামী শরী‘আহ নীতিমালা পরিপালন তদারকীর জন্য ইসলামী ব্যাংকগুলোর সবচেয়ে শক্তিশালী ও স্বাধীন স্বত্তা হলো শরী‘আহ সুপারভাইজরী বোর্ড।[১৫] বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার পথিকৃত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি উল্লেখিত দশ বছরে মোট বিনিয়োগের শতকরা ০.৫৪ ভাগ বিনিয়োগ করেছে মুদারাবা পদ্ধতিতে। মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তা তৈরীতে শরী‘আহ ভিত্তিক ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক এ ব্যাংকটির ভূমিকা খুবই কম। অথচ ব্যাংকটির শরী‘আহ সুপারভাইজরী বোর্ড শুধুমাত্র ২০২১ এবং ২০২২ সালে মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেছেন। এ বিষয়ে শরী‘আহ সুপারভাইজরী বোর্ডের আরো তৎপর হওয়া প্রয়োজন ছিল বলে মনে করি। স্যোসাল ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ শরী‘আহ বোর্ড প্রদত্ত মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে প্রতি বছরই মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করেছে এবং এক্সিম ব্যাংক ও ইউনিয়ন ব্যাংক এর শরী‘আহ কমিটি এ বিষয়ে কোন মতামত প্রদান না করলেও ব্যাংক দুটি মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করেছে, যা আশাব্যঞ্জক।[১৬]

অপরদিকে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক ও শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের শরী‘আহ সুপারভাইজরী কমিটি ২০১৪ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরই পরীক্ষামূলকভাবে পরিমাণে কম করে হলেও মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগের

সুপারিশ করেছেন। কিন্তু ব্যাংক দুটি এ পদ্ধতিতে কোন বিনিয়োগ করেনি। এতে শরী'আহ সুপারভাইজরী কমিটি প্রদত্ত অভিমতের গুরুত্ব এবং তা বাস্তবায়নে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ববোধ ও আন্তরিকতার বিষয়ে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের ২০১৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে Export Development Fund (EDF) ব্যবহারের জন্য Restricted Mudaraba চুক্তিপত্র সম্পাদনে শরঙ্গ' মতামত প্রদান করেন। আবার আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকের শরী'আহ কমিটি ২০১৮, ২০২০, ২০২১, ২০২২ এবং ২০২৩ সালে পর্যায়ক্রমে মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগের সুপারিশ করেছেন। কিন্তু ব্যাংক দুটি মুদারাবা পদ্ধতিতে কোন বিনিয়োগই করেনি।[১৭]

মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রসঙ্গে মুফতি তাকী উসমানী[১৮] বলেন,

> 'ইসলামী শরী'য়াতের দৃষ্টিতে অর্থায়নের আদর্শ পদ্ধতি হচ্ছে মুশারাকা এবং মুদারাবা। বিশেষ কিছু শর্ত সাপেক্ষে বাকিতে পরিশোধের ভিত্তিতে মুরাবাহাকে অর্থায়নের পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করার অনুমতি রয়েছে। এটা শুধুমাত্র সুদ থেকে বাঁচার একটি মাধ্যম এবং কৌশল। এজন্য অর্থব্যবস্থাকে ইসলামী আদর্শে সাজানোর লক্ষ্যে মুরাবাহাকে একটি সাময়িক ধাপ হিসেবে ব্যবহার করা উচিৎ এবং মুরাবাহাকে সেসব ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিৎ যেখানে মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতির প্রয়োগ করা যায় না।'[১৯]

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার অন্যতম পথিকৃত শাহ আব্দুল হান্নানের[২০] অভিমত হলো,

> বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলো নিয়ে অনেক ভুল বুঝাবুঝি রয়েছে। এর মুল কারণ হলো আমরা মুশারাকা-মুদারাবা করছিনা। মুশারাকা-মুদারাবা করলেই লাভের ন্যায়সঙ্গত বন্টন হয়। জনগণ পরিস্কারভাবে সুদ ও ইসলামী সিস্টেমের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে। কিন্তু তা না করে আমরা বর্তমানে শুধু মুরাবাহা ও বাই' মুয়াজ্জাল করছি। ফলে জনগণের কাছে এটি সুদের খুব কাছাকাছি বলে মনে হয়। কাজেই এ ভুল বুঝাবুঝি দূর করতে এবং পার্থক্য বুঝতে ইসলামী ব্যাংকগুলোকে মুশারাকা-মুদারাবায় যেতে হবে।[২১]

ইসলামী শরী'আহ ও ব্যাংক বিশেষজ্ঞগণ এবং ইসলামী ব্যাংকগুলোর শরী'আহ সুপারভাইজরী বোর্ড নিয়মিভাবে মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগের বিষয়ে অভিমত প্রদান করেছেন। আমানত সংগ্রহের ক্ষেত্রে মুদারাবা পদ্ধতির যথার্থ ব্যবহার করা হলেও বিনিয়োগ প্রদানে এ পদ্ধতির খুব একটা ব্যবহার করতে দেখা যায়নি, যতটুকু হয়েছে তা ইসলামী ব্যাংকগুলোর মোট বিনিয়োগের তুলনায় একেবারে নগণ্য। ব্যবহার না করতে করতে এখন সাধারণ গ্রাহকদের অনেকেই জানেনই না ইসলামী ব্যাংকের এরকম একটি আদর্শ ও মৌলিক বিনিয়োগ পদ্ধতি রয়েছে। অথচ ব্যাংকের মুলধনের নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে মুদারাবা পদ্ধতিতে বাছাইকৃত কিছু সৎ ও যোগ্য ব্যক্তির মাঝে বিনিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তা তৈরী করে আমাদের দেশের বেকারত্ব দূরীকরণে ইসলামী ব্যাংকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারতো।

উপসংহার

ইসলামী ব্যাংকগুলো মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ না করার জন্য মূলত পুঁজি হারানোর ঝুঁকিকে দায়ী করলেও প্রচলিত ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করেও ব্যাংকগুলোর প্রচুর পরিমাণে অনাদায়ী/খেলাপী ঋণ রয়েছে। মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগে যতটুকু মূলধন হারানোর ভয় তার চেয়ে বরং আগ্রহ ও উদ্যোগ গ্রহণের অভাব বলে মনে হয়েছে। এ বিষয়ে ইসলামী ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্ষদ, শরী'আহ সুপারভাইজরী বোর্ড এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে আরো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এতে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার স্বাতন্ত্রতা এবং সাধারণের মাঝে এর গ্রহণযোগ্যতা আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ আলোচ্য গবেষণায় যে আটটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ বিশ্লেষণ করা হয়েছে সেগুলো হলো: ০১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি ০২. আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক পিএলসি ০৩. আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি ০৪. সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি ০৫. শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি ০৬. এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ পিএলসি ০৭. ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি এবং ০৮. ইউনিয়ন ব্যাংক পিএলসি।

২ লুইয়াস মা'লুফ, আল-মুনজিদ ফিল লুগাত (বৈরুত: দারুল মাশরিক, ১৯৯৪ খ্রী.) পৃ.৪৪৮; ইব্রাহীম মাদকুর, আল-মুজামুল ওয়াসীত (দেওবন্দ: কুতুবখানা হুসাইনিয়াহ, ১৯৯৭ খ্রী.) পৃ.৫৩৭; আব্দুর রহমান আল-জাযায়রী, কিতাবুল ফিকহ 'আলা মাজাহিবিল আরবা'আ, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল আল-ইলমিয়া, তা.বি.), পৃ.৩৪।

৩ Hans Wehr, A Dictionary of Mordern Written Arabic (New York: Spoken Language Service, 1960) p. 539; ড. ওয়াহবাতুয যুহাইলী, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, ৪র্থ খণ্ড (পাকিস্তান: মাকতাবাতু হাক্কানিয়াহ, তা.বি.) পৃ.৮৩৬; ড. রুহী আ'লবাকী, আল-মাওরীদ (বৈরুত: দারুল ইলম লিল মালাইন, ১৯৯৯ খ্রী.) পৃ.৭১০।

৪ কিরাদ (قراض) শব্দটি আরবী করদ (قرض) থেকে আগত। এর আভিধানিক অর্থ হলো ঋণ বা ধার দেয়া। এক্ষেত্রে যিনি ব্যবসা পরিচালনা করেন তাকে মুকারিদ বলা হয়। দ্র. ইমাম মালেক, আল-মুয়াত্তা, কিতাবুল কিরাদ, টীকা নং ১ (দেওবন্দ: ইয়াসির নাদিম এ্যান্ড কোম্পানী, তা.বি.), পৃ.২৮৫; ওয়ালী উদ্দীন আল খতিব তাবরিজী, মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু আশ শিরকাতু ওয়াল ওয়াকালাহ, ৩য় ফসল, টীকা নং ৯ (ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয়, তা.বি.) পৃ.২৫৪।

৫ ড. ওয়াহবাতুয যুহাইলী, ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, ৪র্থ খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৮৩৬, ইবন হাজার আসকালানী, বুলুগুল মারাম (রিয়াদ: মাকতাবাতু দারুস সালাম, ১৯৯৩ খ্রী.) পৃ.২৬৭।

৬ Shari'ah Standards, Published by Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutes (AAOIFI) (Bahrain: Manama 2015) Standard No.13, Page.370; কিতাবুল ফিকহ 'আলা মাজাহিবিল আরবা'আ, ৩য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৪; আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, ৪র্থ খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৮৩৬।

7 A Paper prepared by Dr. M. Umar Chapra for presentation of the 6th intensive orientation course on "Islamic Economics, Banking and Finace" held at the Islamic Foundation, Lencester, UK on 17th-21th September 1998.

৮ Dr. M. Umar Chapra, Towards a Just Monetory System, The Islamic Foundation U.K, Leisester, 1985., p.156; এম.এ মান্নান, ইসলামী অর্থনীতি তত্ত্ব ও প্রয়োগ, অনু.আলী আহমদ রুশদী (ঢাকা: ইসলামিক ইকনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৩ খ্রী.) পৃ.১৮৭; ড. এম কবির হাসান, ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ, কার্যক্রম ও উন্নয়নমূলক অর্থায়ন (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ইসলামী ব্যাংকিং জার্নাল, জানুয়ারী-জুন ১৯৯৯ খ্রী.) পৃ.৯২; ড. এম. উমর চাপড়া, ইসলামী অর্থনীতিতে মুদ্রানীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থার রূপরেখা, অনু. মুহাম্মদ শরীফ হোসাইন (ঢাকা: ইসলামিক ইকনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৯খ্রী.), পৃ. ১৬৫।

৯ ড. এম. উমর চাপড়া, ইসলামী অর্থনীতিতে মুদ্রানীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থার রূপরেখা, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৪৯; অধ্যাপক শরীফ হোসাইন, ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা, (ঢাকা: ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ২০১৩ খ্রী.) পৃ.১৮২।

১০ M. Nejatullah Siddiqi, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law* (London: The Islamic Foundation, 1985), p.15।

১১ সংশ্লিষ্ট ইসলামী ব্যাংকগুলোর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩ থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

১২ সংশ্লিষ্ট ইসলামী ব্যাংকগুলোর ১০ বছরের (২০১৪-২০২৩) বার্ষিক প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত পদ্ধতি ভিত্তিক বিনিয়োগের গড়।

১৩ সংশ্লিষ্ট ইসলামী ব্যাংকগুলোর ১০ বছরের (২০১৪-২০২৩) বার্ষিক প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত পদ্ধতি ভিত্তিক বিনিয়োগের গড়।

১৪ ইসলামী ইসলামী ব্যাংকগুলোর ১০ বছরের (২০১৪-২০২৩) বার্ষিক প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত পদ্ধতি ভিত্তিক বিনিয়োগের গড়।

১৫ শরী'আহ্ সুপারভাইজরী বোর্ড এর পরিচয় প্রসঙ্গে Arab Banking Corporation এর উপবিধিতে বলা হয়েছে,

هيئة الرقابة الشرعية جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين فى فقه المعاملات المالية الاسلامية يقوم بتوجية نشاطات البنك ومر اقبتها والاشراف عليها للتاكيد من التزام الادارة باحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية فى المعاملات التى يجريها البنك–

"ইসলামী অর্থ ও বাণিজ্য আইনে পারদর্শী ফকীহ সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত এমন এক স্বাধীন সত্তাকে শরী'আহ্ সুপারভাইজরী বোর্ড বলা হয়, যে বোর্ড ব্যাংকের কার্যক্রমে দিকনির্দেশনা প্রদান, তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ করে থাকে এটা নিশ্চিত করার জন্য যে, ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত লেনদেনে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ইসলামী শরী'আহ বিধানাবলী ও মূলনীতি মেনে চলছে।" দ্র. Arab Banking Corporation, উপবিধি, ধারা ২, উপধারা ১, পৃ.২; মুহা: শহীদুল্লাহ, ব্যবসায়-বাণিজ্যে ইসলামী নীতি প্রতিফলনে ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জুন ২০০৯ খ্রী. অপ্রকাশিত, পৃ.১০৮।

১৬ সংশ্লিষ্ট ইসলামী ব্যাংকগুলোর বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রদত্ত শরী'আহ সুপারভাইজরী বোর্ডের অভিমত।

১৭ সংশ্লিষ্ট ইসলামী ব্যাংকগুলোর বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রদত্ত শরী'আহ সুপারভাইজরী বোর্ডের অভিমত।

১৮ মুফতি তাকী উসমানী ১৯৪৩ সালে বৃটিশ ভারতের সংযুক্ত প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শফি উসমানী ছিলেন দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান মুফতি এবং দেশ ভাগের পর ১৯৪৮ সালে সপরিবারে পাকিস্তানে চলে যান। তিনি কুরআন, হাদীস, ইসলামী আইন, ইসলামী অর্থনীতি ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের একজন নেতৃস্থানীয় পণ্ডিত। উসমানী দারুল উলুম করাচী, করাচী বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন এবং ১৯৬০ সালে দারুল উলুম করাচীতে শিক্ষকতা শুরু করেন। বর্তমানে তিনি দারুল উলুম করাচীর সভাপতি। তিনি ১৯৮১-১৯৮২ সালে ফেডারেল শরী'য়াত কোর্ট এবং ১৯৮২-২০০২ পর্যন্ত পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। ইসলামী জ্ঞানে অগাধ পাণ্ডিত্যের কারণে তাঁকে শাইখুল ইসলাম উপাধি দেয়া হয়। তিনি অর্থ ও ব্যাংকিং শিল্পকে ইসলামী করণের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। ২০১৪ সালে তিনি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের **শরী'আহ** বোর্ডের সভাপতি মনোনীত হন এবং বিভিন্ন সময়ে এক ডজনেরও বেশি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের **শরী'আহ** বোর্ডের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ইসলামী অর্থনীতিতে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ২০১৪ সালে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক পুরস্কার লাভ করেন। ২০২১ সাল থেকে পাকিস্তানের দেওবন্দি মাদরাসা সমূহের শিক্ষাবোর্ড বেফাকুল মাদারিসুল আরাবিয়ার সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। আরবী, উর্দু ও ইংরেজী ভাষায় তিনি ১৪০ টিরও অধিক পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। তাঁর মতামত ও ফতোয়াকে বিশ্বব্যাপী সকল শ্রেণীর গবেষকগণ গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেন। সূত্র: *https://bn.wikipedia.org/wiki/Taqi Usmani*

১৯ মুহাম্মদ তাকী উসমানী, 'ইসলামী ব্যাংকারি কি বুনয়াদি' এর বঙ্গানুবাদ ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি সমস্যা ও সমাধান, অনু. মুফতী মুহাম্মাদ জাবের হোসাইন (ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, ১৪২৬ হি./২০০৫খ্রী.) পৃ. ৯৯-১০০।

২০ শাহ আব্দুল হান্নান (১৯৩৯-২০২১) ছিলেন একজন বাংলাদেশী ইসলামী দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ ও সমাজ সেবক। তিনি ১৯৩৯ সালে ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ হতে প্রথম শ্রেণীতে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। বাংলাদেশে যুগান্তকারী মূল্য সংযোজনী কর ব্যবস্থা প্রবর্তনে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। তিনি ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্ণর, ১৯৯৫ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ১৯৯৬ সালে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং বিভাগ এবং ১৯৯৭ সালে সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও ব্যাংকিং বিভাগের সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৯৭ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। তিনি বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং ধারার পথিকৃৎ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির চেয়ারম্যান এবং প্রথম সারির ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান দি ইবন সিনা ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড এর চেয়ারম্যানও ছিলেন। এছাড়া তিনি Ibn Sina Trust, Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), Islamic Economics Research Bureau, Central Shariah Board for Islamic Banks of Bangladesh, Islamic Banking Consultatio Forum, Diganta Media Corporation, Darul Ihsan University, North South University প্রভৃতি দেশের এসব স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানগুলো তার প্রত্যক্ষ নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং তিনি এগুলোর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিলেন। সূত্র: Inernet: https://bn.wikipedia.org/wiki/Shah Abdul Hannan.

২১ শাহ আবদুল হান্নান, বিষয় চিন্তা: মুসলিম বিশ্ব, গণতন্ত্র, সংস্কৃতি ও সমসাময়িক ইস্যু (ঢাকা: দি পাইওনিয়ার প্রকাশনী, ২০১৩ খ্রী.) পৃ.৩৬।